সসিকালা পুষ্প এবং অন্যান্য

বনাম

তামিল নাড়ু রাজ্য

(২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৮৫৫)

০৭ মে, ২০১৯

[আই. আর. বানুমতী এবং এস. আব্দুল নাজির, বিচারপতিদ্বয়]

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩: ধারা ৩৪০ একটি যৌন হয়রানির মামলায় আপিলকারীরা মাদুরাই উচ্চ আদালতে জামিনের আবেদন এবং ভকিলনামা দাখিল করেন কিলনামা দাখিল করার সময় তাতে উল্লেখ করা হয় যে আপিলকারীরা ১৭.০৮.২০১৬ তারিখে মাদুরাইতে তাদের আইনজীবীর সামনে এটি স্বাক্ষর করেছিলেন জামিন আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা এবং ভকিলনামার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে, উত্তরদাতা রাষ্ট্রপ্রাথমিক আপত্তি উত্থাপন করে এবং জানায় যে ভকিলনামায় উল্লেখিত স্বাক্ষরের তারিখ ১৮.০৮.২০১৬,তবে প্রথম আপিলকারী ১৭.০৮.২০১৬ তারিখে রাত ১১.১৫ টায় নয়াদিল্লি থেকে সিঙ্গাপুরে গমন করেন এবং তৃতীয় আপিলকারী ১৮.০৮.২০১৬ তারিখে সকাল ৯.৩০ টায় বেঙ্গালুরু থেকে সিঙ্গাপুরে গমন করেন উচ্চ আদালত আপিলকারী দের ২৯.০৮.২০১৬ তারিখে আদালতে হাজির হয়ে প্রাথমিক আপত্তির বিষয়ে

ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশদেন – সেই অনুযায়ী,\আপিলকারীরা হাজির হন এবং বলেন যে ভকিলনামায় উল্লেখিত তারিখ একটি অনিচ্ছাকৃত ভুল – উচ্চআদালত ব্যাখ্যাটি সন্তোষজনক বলে মনে করেনি এবং বলেন যে নথিটি জাল বলে মনে হয় এবং এটি মাদুরাইয়ের বাইরে স্বাক্ষর ও সম্পাদিত হয়েছে, এবং রেজিস্ট্রার (বিচারিক) কে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার নির্দেশ দেন – সেই অনুযায়ী, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৩, ৪৬৬, ৪৬৮ এবং ৪৭১-এর অধীনে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় – ক্ষুব্ধ হয়ে আপিলকারীরা তৎকালীন আপিল করেন – রায়: আদালতের চত্বরে নয় বরং আদালতে পেশ করার অনেক আগে নথি জাল করা হলেও, এটি ন্যায় বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে এমন বলে গণ্য হবে – কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে, জামিনের আবেদন দাখিলের জন্য আপিলকারীরা যে ভকিলনামা দাখিল করেছিলেন, সেটি জাল নথি বলা যাবে না – আপিলকারীরা ভকিলনামায় তাদের স্বাক্ষর স্বীকার করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে এটি ১৮.০৮.২০১৬ তারিখে মাদুরাইতে স্বাক্ষরিত বলে ভুল ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে – আপিলকারীদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হয় – প্রতারণা।

কিছু অন্যায় লাভ অর্জন বা অন্যকে অন্যায় ক্ষতি বা আঘাত করার লক্ষ্যে ইচ্ছাকৃত প্রতারণা বোঝায়-আদালতে জালিয়াতি করা হয়েছে বলে মনে করার জন্য পুরুষদের কারণ হ 'ল অভিপ্রায়-উচ্চ আদালত উক্ত ভুল বা ত্রুটিকে জালিয়াতি হিসাবে অভিহিত করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না-আপিলকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করার নির্দেশটি বাতিল করা হয়েছে-দণ্ডবিধি, ১৮৬০-ধারা ১৯৫ (১) (খ)।

দণ্ডবিধি, ১৮৬০: ধারা,১৯৫ (১) (খ)-এর অধীনে প্রসিকিউশন অনুষ্ঠিত হবেঃ ধারা, ৩৪০ এর অধীনে, প্রসিকিউশন কেবল তখনই শুরু করতে হবে যদি এটি ন্যায়বিচারের স্বার্থে সমীচীন হয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে নয়-ধারা,১৯৫ (১) (খ)-এ উল্লিখিত কোনও অপরাধের বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করার আগে আদালতকে অবশ্যই নিজেকে সন্তুষ্ট করতে হবে যে "এটি ন্যায়বিচারের স্বার্থে সমীচীন"-ধারা, ৩৪০ ফৌজদারি কার্যবিধি-এর ভাষাটি দেখায় যে এই জাতীয় কোর্স কেবল তখনই গ্রহণ করা হবে যখন ন্যায়বিচারের স্বার্থের প্রয়োজন হয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে নয়-ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-ধারা, ৩৪০।

আপিল নিষ্পত্তি করে, আদালত

বলেছে ঃ ১,১, এটা মোটামুটি ভালভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে যে অভিযোগ দায়ের করার আগে, আদালতকে অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে যে ন্যায়বিচারের স্বার্থে অভিযোগ দায়ের করা সমীচীন ছিল। এটি প্রয়োজনীয় নয় যে আদালতকে অবশ্যই ধারা ৩৪০ ফৌজদারি কার্যবিধি এর প্রকৃত শব্দগুলি ব্যবহার করতে হবে। তবে আদালতকে তার সন্তুষ্টির ইঙ্গিত করে একটি অনুসন্ধান রেকর্ড করতে হবে যে ন্যায়বিচারের স্বার্থে তদন্ত করা সমীচীন। [অনুচ্ছেদ ১০] [৩২৫-জি-এইচ; ৩২৬-এ।

ইকবাল সিং মারওয়া বনাম মীনাক্ষী মারওয়া (২০০৫) ৪ এসসিসি ৩৭০: [২০০৫] ২ এসসিআর ৭০৮-এর উপর নির্ভর করে।

২. বকালতনামা থেকে জানা যায় যে, আবেদনকারী নং এল এবং ৩ মাদুরাইতে ১৭.০৮.২০১৬-এ বকালতনামা স্বাক্ষর করেছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রথম আবেদনকারী মাদুরাইতে আসেননি এবং ১৭.০৮.২০১৬-এ নয়াদিল্লি থেকে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। উচ্চ আদালতে আবেদনকারীদের দ্বারা দাখিল করা হলফনামায়, প্রথম আবেদনকারী আবেদনটি গ্রহণ করেন যে এটি একটি লিপিক ত্রুটি ছিল। আবেদনকারী নং, ১ বলেন যে, ১৬.০৮.২০১৬ তারিখে, তিনি এবং তার পুত্র-আপিলকারী নং ২ নয়াদিল্লিতে ভকিলনামায় স্বাক্ষর করেন এবং এটি আপিলকারী নং ৩-এর মাধ্যমে স্বাক্ষরিত হয়, যিনি বেঙ্গালুরুতে অবস্থান করছিলেন।

বলা হয় যে ভকিলনামাটি পাওয়ার পর, আপিলকারী নং ৩ সেদিন সন্ধ্যায় সড়কপথে মাদুরাই পৌঁছান এবং এটি আইনজীবীর কাছে হস্তান্তর করেন এবং একই দিন সড়কপথে বেঙ্গালুরুতে ফিরে যান। এরপর, আপিলকারী নং ৩ ১৮.০৮.২০১৬ তারিখে সকাল ৯.৩০ টায় সিঙ্গাপুরে রওনা হন। আপিলকারীদের মতে, মাদুরাইতে মাদ্রাজ উচ্চ আদালতের বেঞ্চে ভকিলনামাটি দাখিল করার সময় ভুলবশত উল্লেখ করা হয়েছিল যে এটি ১৮.০৮.২০১৬ তারিখে মাদুরাইতে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। আপিলকারীদের প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় এবং এটি বা তাদের ২৯.০৮.২০১৬ তারিখের হলফনামাটি অবিশ্বাস করার কোনও কারণ ছিল না।[অনুচ্ছেদ ১৫][৩২৮- সি – এফ]

৩. একটি বকালতনামা কেবল একটি নথি যা পক্ষের পক্ষে উপস্থিত হওয়ার জন্য একজন উকিলকে অনুমোদন দেয় এবং মোটামুটিভাবে, এটি মামলার যোগ্যতার সাথে কোনও সম্পর্ক রাখে না। কোনও পক্ষ কেন ইচ্ছাকৃতভাবে বকালতনামে একটি মিথ্যা তারিখ এবং স্থান সরবরাহ করবে তার কোনও কারণ নেই। আপিলকারীরা বকালতনামে তাদের স্বাক্ষর স্বীকার করেছে। আপিলকারীদের হলফনামায় বর্ণিত ঘটনাগুলির ক্রম জালিয়াতির মামলা তৈরি করে না। উচ্চ আদালত হলফনামায় করা আবেদনকারীদের আবেদন কেন প্রত্যাখ্যান করেছে সে সম্পর্কে কোনও অনুসন্ধান রেকর্ড করেনি যা তারা ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হওয়ার সময় আদালতে তাদের ব্যাখ্যায় পুনর্ব্যক্ত করেছিল। [অনুচ্ছেদ ১৬] [৩২৮-এফ-জি; ৩২৯-বি]

৪. এই প্রস্তাব সম্পর্কে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না যে, আদালতের সীমানার বাইরে এবং আদালতে হাজির করার অনেক আগে জালিয়াতি হলেও এটি ন্যায়বিচারের প্রশাসনকে প্রভাবিত করে বলে মনে করা হবে। কিন্তু তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, আগাম জামিনের জন্য আবেদনকারীদের দায়ের করা বকালতনামা জাল নথি বলে বলা যায় না। আবেদনকারীরা বকালতনামে তাদের স্বাক্ষর স্বীকার করেছেন। তারা কেবল অভিযোগ করেছেন যে এটি ভুলভাবে রেকর্ড করা হয়েছিল যে এটি উকিলের উপস্থিতিতে মাদুরাইতে ১৮.০৮.২০১৬-এ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। অবশ্যই, বকালতনামার সংস্করণটি একটি ভুল বিবৃতি ছিল। উচ্চ আদালত উক্ত ভুল বা ত্রুটিকে জালিয়াতি হিসাবে অভিহিত করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না। জালিয়াতি বোঝায় ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু ভুল লাভ অর্জন বা অন্যকে ভুল ক্ষতি বা ক্ষতি করার লক্ষ্যে প্রতারণা। অভিযোগগুলি প্রমাণ করার জন্য কোনও উপাদানের অভাবে, উচ্চ আদালত আবেদনকারীদের জালিয়াতির অভিযোগ করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না। এমনকি এই ধরে নেওয়া যে বকালতনামার সংস্করণটি ভুল ছিল, বকালতনামার নিছক ভুল বিবৃতি জাল নথি তৈরি করার সমতুল্য হবে না এবং এটি এর কারণ হতে পারে না।

ধারা ৩৪০ ফৌজদারি কার্যবিধি-এর অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করার নির্দেশ জারি করার জন্য। আবেদনকারীদের ক্ষতি বা আঘাত বা অন্য কোনও কাজ করার উদ্দেশ্য ছিল তা দেখানোর জন্য কোনও প্রাথমিক প্রমাণ নেই। যেহেতু বকালতনামার বিতর্কিত সংস্করণটি ভুল উপস্থাপনা করার কোনও অভিপ্রায় ছাড়াই একটি অসাবধানতাবশত ভুল বলে মনে হয়, তাই আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রাখা যায় না এবং এটি বাতিল করা যেতে পারে। [অনুচ্ছেদ ১৮,১৯,২১] [৩২৯-এফ-এইচ; ৩৩০-এ-বি; ডি-ই; ৩৩১-সি-ডি]

অমরসাং নাথাজি বনাম হার্দিক হর্ষদভাই প্যাটেল (২০১৭) ১ এস. সি. সি ১১৭ ৫ চিন্তামণি মালব্য বনাম এম. পি হাইকোর্ট (২০১৮) ৬ এস. সি. সি ১৫-এর উপর নির্ভরশীল।

পেপসি ফুডস লিমিটেড এবং অপর একটি বনাম স্পেশাল জজ ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য (এ৯৯৮) ৫ এস. সি. সি ৭৪৯ ৩; সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বনাম রবিশঙ্কর শ্রীবাস্তব, আই. এ. এস এবং অন্যটি (২০০৬) ৭ এস. সি. সি ১৮৮: [২০০৬। ৪ সম্পূরক। ৪ এস. সি. আর ৪৫০-উল্লিখিত।

<u>মামলা আইন প্রসঙ্গ</u>

[২০০৫] ২ এস. সি. আর. ৭০৮ অনুচ্ছেদ ১০ উপর নির্ভর করে।

(২০১৭) ১ এস. সি. সি. ১১৭ অনুচ্ছেদ ২০ উপর নির্ভর করে।

(২০১৮) ৬ এস. সি. সি. ১৫ অনুচ্ছেদ ২০ উপর নির্ভর করে।

(১৯৯৮) ৫ এস. সি. সি. ৭৪৯ অনুচ্ছেদ ২২ উপর নির্ভর করে।

[২০০৬] ৪ সম্পূরক এস. সি. আর. ৪৫০ অনুচ্ছেদ ২৩ উপর নির্ভর করে।

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৮৫৫।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চের ২০১৬ সালের সিআরএল ওপি (এমডি) নং ১৫৩৭০-এর রায় ও আদেশ থেকে।

সহ

২০১৯ সালের ৮৫৬,৮৫৭,৮৫৮,৮৫৯ নম্বর ফৌজদারি আপিল।

সঞ্জয় আর হেগড়ে, প্রবীণ কৌঁসুলি, নিতিন সারাভানন, বি. রামস্বামী, মিসেস অরুণিমা সিং, মিসেস প্রাঞ্জল কিশোর, মিসেস প্রিয়দর্শিনী, ডি. অভিনব রাও, আইনজীবীগণ আপিলকারীদের পক্ষে ।

এম. যোগেশ কান্না, এস. পার্থ সারথি, এস. রাজা রাজেশ্বরন, আইনজীবী উত্তরদাতার পক্ষে।

আদালতের রায়টি **আর. বানুমথি, বিচারপতি** দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।

১. অনুমতি মঞ্জুর।

২. এই আপিলগুলি [২০১৬ সালের এসএলপি (সিআরএল) Noধারা,৭২৫২,৭২৮৭ এবং ৮২০৬] মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চ কর্তৃক ২০১৬ সালের ক্রি. ও. পি (এমডি) নং ১৫৩৭০-এ আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেওয়া রায় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। একই রায়ে, হাইকোর্টের বিদ্বান একক বিচারক রেজিস্ট্রারকে (জুডিশিয়াল) আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে বকালতনামা স্বাক্ষর করার ক্ষেত্রে কথিত জালিয়াতির বিষয়ে এখতিয়ারভুক্ত থানায় অভিযোগ দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছেন। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে, রেজিস্ট্রার (জুডিশিয়াল) কে-এর কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। মাদুরাইয়ের পুদুর থানায় ১৯.০৯.২০১৬-এর ভিত্তিতে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসি-র ১৯৩,৪৬৬,৪৬৮ এবং ৪৭১ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

৩. প্রথম আবেদনকারী ছিলেন তৎকালীন রাজ্যসভার সদস্য এবং এআইএডিএমকে রাজনৈতিক দলের বহিষ্কৃত সদস্য। তৃতীয় আবেদনকারী হলেন প্রথম আবেদনকারীর স্বামী। ২০১১ সালে আবেদনকারীদের বাড়িতে পরিচারিকা হিসাবে কাজ করা ভানুমতী নামে এক ব্যক্তির দ্বারা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল যে তিনি আবেদনকারীদের বাড়িতে কাজ করার সময় যৌন হয়রানির শিকার হয়েছিলেন। উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে, সমস্ত মহিলা থানায় অপরাধের সমস্ত আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসি ধারা ২৯৪ (বি), ৩২৩,৩৪৪,৩৫৪ (এ) এবং ৫০৬ (১) এবং তামিলনাড়ু মহিলাদের হয়রানি নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০২-এর ৪ ধারার অধীনে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। প্রথম আবেদনকারী সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং দাবি করেছেন যে এটি তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফল ছিল।

৪. আবেদনকারীরা মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চের সামনে ২০১৬ সালের সি আর এল. ও পি (এমডি) নং ১৫৩৭০-এ উল্লিখিত অপরাধের বিরুদ্ধে ৪৩৮ ফৌজদারি কার্যবিধি ধারার অধীনে জামিনের আবেদন দায়ের করেন, সেই সঙ্গে আবেদনকারী নং ১ এবং ৩ তারিখের ১৮.০৮.২০১৬-এর স্বাক্ষর সম্বলিত বকলত্নমা। প্রথম আবেদনকারী ১৭.০৮.২০১৬-এ নয়াদিল্লি থেকে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ২০১৬ সালের সি আর এল. ও পি (এমডি) নং ১৫৩৭০-এ জামিনের আবেদন দাখিল করার সময়, আবেদনকারীরা বকলত্নমা দায়ের করেন যেখানে বলা হয়েছিল যে, মাদুরাইতে ১৭.০৮.২০১৬-এ আইনজীবী মিঃ ভিয়ায়কুমারের সামনে আবেদনকারীরা উক্ত বকলত্নমায় স্বাক্ষর করেছেন। জামিনের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা এবং পিটিশনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে

বকালতনামা, প্রত্যর্থী-রাজ্য প্রাথমিক আপত্তি দায়ের করে এবং জমা দেয় যে আবেদনকারী নং ১ নয়াদিল্লি থেকে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে ১৭.০৮.২০১৬ এ ২৩.১৫ ঘন্টা। একইভাবে, আবেদনকারী নং ৩ বেঙ্গালুরু থেকে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল ১৮.০৮.২০১৬ এ ০৯.৩০ এ। অভিযোগ করা হয়েছিল যে আবেদনকারীরা ১৮.০৮.২০১৬-এ আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন যেন তারা ১৭.০৮.২০১৬-এ মাদুরাইতে উপস্থিত ছিলেন এবং হলফনামায় স্বাক্ষর করেছিলেন এবং মাদুরাইতে একজন আইনজীবীর উপস্থিতিতে 'বকালতনামা'। হাইকোর্ট '২৩.০৮.২০১৬' তারিখের আদেশের মাধ্যমে আবেদনকারীদের নির্দেশ দেয় '২৯.০৮.২০১৬'-এ আদালতে হাজির হওয়ার এবং উক্ত প্রাথমিক আপত্তি সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য। তদনুসারে, আবেদনকারীরা উক্ত তারিখে আদালতে হাজির হন এবং উচ্চ আদালতে তাদের হলফনামা জমা দেন যে, 'বকালতনামা'-তে উল্লিখিত তারিখটি একটি অসাবধানতাবশত ভুল ছিল।

৫. বিতর্কিত রায়ে, হাইকোর্ট বলেছিল যে আপিলকারীদের দেওয়া ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয় এবং একই বাকালত্নামের লিখিত সংস্করণের সাথে সাংঘর্ষিক। আবেদনকারীদের দায়ের করা হলফনামার কথা উল্লেখ করে হাইকোর্ট উল্লেখ করে যে, আবেদনকারী নং-এল ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, তিনি কখনও বকালতনামে স্বাক্ষর করার জন্য মাদুরাইতে আসেননি এবং মাদুরাইয়ে আইনজীবী শ্রী বিজয়কুমারের উপস্থিতিতে তিনি কখনও বকালতনামে স্বাক্ষর করেননি। তাই বিদ্বান একক বিচারক বলেন যে, প্রাথমিকভাবে মনে হয়, নথিটি জাল করা হয়েছে এবং এটি মাদুরাইয়ের বাইরে স্বাক্ষরিত ও কার্যকর করা হয়েছে এবং এই আদালতে হাজির করা হয়েছে, যেন এটি মাদুরাইতে স্বাক্ষরিত ও কার্যকর করা হয়েছে এবং এটি ব্যবহার করে হাইকোর্টে দায়ের করা হয়েছে। উপরোক্ত ফলাফলের ভিত্তিতে, হাইকোর্ট রেজিস্ট্রারকে (জুডিশিয়াল) আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে এখতিয়ারভুক্ত থানায় অভিযোগ দায়ের করার নির্দেশ দেয়। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসরণ করে, রেজিস্ট্রার (জুডিশিয়াল) কে-এর কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। পুদুর পুলিশ স্টেশন, মাদুরাই ১৯.০৯.২০১৬-এ। হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার (জুডিশিয়াল)-এর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে, অপরাধ নং. ১৩৩১/২০১৬-এর এফআইআর মাদুরাইয়ের কে. পুদুর পুলিশ স্টেশনে ১৯.০৯.২০১৬-এ ১৯৩,৪৬৬,৪৬৮ এবং ৪৭ ১IPC ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

৬. ক্ষুব্ধ হয়ে, আপিলকারীরা এই আপিলগুলি দায়ের করেছেন। ২৬.০৯.২০১৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে, সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে অপরাধ নং ১৩৩১/২০১৬ এবং অপরাধ নং, ৫/২০১৬-এ আপিলকারীদের বিরুদ্ধে কোনও জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপিলকারীদের গ্রেপ্তার থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা প্রদান করেছে।

৭. আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী সঞ্জয় হেগড়ে অনুরোধ করেছেন যে, উচ্চ আদালত এই বিষয়টি বিবেচনা না করে ভুল করেছে যে, বকালতনামে আবেদনকারীদের স্বাক্ষর রয়েছে এবং তার তারিখটি সম্পূর্ণরূপে কেরানীয় ত্রুটি। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে উচ্চ আদালত এই সিদ্ধান্তটি নথিভুক্ত করেনি যে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা "ন্যায়বিচারের স্বার্থে সমীচীন" এবং উচ্চ আদালত আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার জন্য পুলিশে অভিযোগ দায়ের করার নির্দেশ জারি করতে ভুল করেছে। আরও, এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে উচ্চ আদালতও আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করার প্রধান কারণ হিসাবে আবেদনকারীদের দায়ের করা বকলত্নমাকে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে আইনে ভুল করেছে।

৮. তামিলনাড়ু রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট কৌঁসুলি শ্রী যোগীশ কান্না বলেন যে, হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে জানতে পেরেছে যে, প্রথম আবেদনকারী মাদুরাইয়ে '১৮.০৮.২০১৬'-এ 'বকালতনামা'-তে স্বাক্ষর করেননি এবং তাই, আবেদনকারীরা আদালতে জালিয়াতি করেছেন এবং হাইকোর্ট যথাযথভাবে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার জন্য রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ জারি করেছে। বিজ্ঞ কৌঁসুলি আরও বলেন যে, প্রথম আবেদনকারী হলেন তৎকালীন সংসদ সদস্য এবং তাঁর স্বামী-তৃতীয় আবেদনকারী একজন ব্যবসায়ী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি-তদন্তে সহযোগিতা করছেন না এবং প্রথম আবেদনকারী তদন্ত আধিকারিকের উত্থাপিত প্রশ্নের এড়িয়ে চলার উত্তর দিয়েছেন। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে হাইকোর্টের জারি করা নির্দেশগুলি বাতিল করার জন্য এবং হাইকোর্টের নির্দেশে নিবন্ধিত এফআইআর নম্বর ১৩৩১/২০১৬ বাতিল করার জন্য কোনও ভিত্তি তৈরি করা হয়নি। বিদ্বান আইনজীবী শচীদা নন্দ সিং এবং অন্য একটি বনাম বিহার রাজ্য এবং অন্য (১৯৯৮) ২ এসসিসি ৪৯৩-এর উপর নির্ভর করেছিলেন।

৯. আমরা জমা দেওয়া বিষয়গুলি যত্ন সহকারে বিবেচনা করেছি এবং বিতর্কিত রায় এবং রেকর্ডে রাখা অন্যান্য উপকরণগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি। বিবেচনার বিষয় হল মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, জালিয়াতি এবং জাল নথি তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার নির্দেশ জারি করার ক্ষেত্রে আদালত সঠিক ছিল কিনা।

১০. এটা মোটামুটি ঠিক যে অভিযোগ দায়ের করার আগে, আদালতকে অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে যে অভিযোগ দায়ের করা ন্যায়বিচারের স্বার্থে সমীচীন ছিল। আদালতকে অবশ্যই ধারা ৩৪০ ফৌজদারি কার্যবিধি-এর প্রকৃত শব্দগুলি ব্যবহার করতে হবে এমন প্রয়োজন নেই। তবে আদালতকে তার সন্তুষ্টির ইঙ্গিত করে একটি ফলাফল রেকর্ড করতে হবে যে এটি সমীচীন

ন্যায়বিচারের স্বার্থে যে একটি তদন্ত করা উচিত। পর্যবেক্ষণ করে যে ধারা ৩৪০ ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে, মামলা দায়ের করা হবে কেবল তখনই যখন এটি ন্যায়বিচারের স্বার্থে সমীচীন হয় এবং নিছক অভিযোগের ভিত্তিতে নয় বা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নয়, ইকবাল সিং মারওয়া বনাম মীনাক্ষী মানভা (২০০৫) ৪ এস. সি. সি ৩৭০-তে, এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ-

> " ২৩. ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৪০ ধারায় ব্যবহৃত ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত ধারা ১৯৫ (১) (খ)-এ উল্লিখিত অপরাধ সংঘটিত করার বিষয়ে অভিযোগ করতে বাধ্য নয়, কারণ "আদালত কর্তৃক শর্তযুক্ত ধারা মতামত দেয় যে এটি ন্যায়বিচারের স্বার্থে সমীচীন"। এর থেকে বোঝা যায় যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের স্বার্থে নয়, কেবল তখনই এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। অভিযোগ দায়ের করার আগে আদালত প্রাথমিক তদন্ত করতে পারে এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে ধারা ১৯৫ (১) (খ)-এ উল্লিখিত যে কোনও অপরাধের তদন্ত করা সমীচীন। এই কার্যকারিতা সাধারণত আদালত দ্বারা বিচার করা হবে এই ধরনের জালিয়াতি বা জাল নথির দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়ন না করে, তবে এর প্রভাব বা প্রভাব বিবেচনা করে, এই ধরনের অপরাধের দায়বদ্ধতার উপর ন্যায়বিচার প্রশাসনের প্রভাব রয়েছে। এটা সম্ভব যে এই ধরনের জাল নথি বা জালিয়াতি কোনও ব্যক্তিকে এই অর্থে খুব গুরুতর বা যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে যে এটি তাকে খুব মূল্যবান সম্পত্তি বা মর্যাদা বা থেকে বঞ্চিত করতে পারে। অনুরূপ, কিন্তু এই ধরনের নথি আদালতে উপস্থাপিত বা সাক্ষ্য হিসাবে দেওয়া প্রমাণের একটি অংশ হতে পারে, যেখানে প্রচুর প্রমাণ উপস্থাপিত হতে পারে এবং ন্যায়বিচারের প্রশাসনের বিস্তৃত ধারণার উপর এই ধরনের প্রমাণের প্রভাব ন্যূনতম হতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আদালত ন্যায়বিচারের স্বার্থে অভিযোগ করা সমীচীন বলে বিবেচনা করতে পারে না "

১১. ধারা ১৯৫ (১) (খ) ফৌজদারি কার্যবিধি-এ উল্লিখিত কোনও অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করার আগে আদালতকে অবশ্যই নিজেকে সন্তুষ্ট করতে হবে যে "ন্যায়বিচারের স্বার্থে এটি সমীচীন"। ধারা ৩৪০ ফৌজদারি কার্যবিধি-এর ভাষাটি দেখায় যে এই জাতীয় পথ কেবল তখনই গ্রহণ করা হবে যদি ন্যায়বিচারের স্বার্থের প্রয়োজন হয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে নয়। এটি বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে দেখতে হবে যে কোনও প্রাথমিক মামলা জালিয়াতির জন্য তৈরি করা হয়েছে কিনা বা কোনও জাল নথি তৈরি করা হয়েছে কিনা যা ধারা ১৯৩,৪৬৭,৪৬৮ এবং ৪৭১ ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে অভিযোগ দায়ের করার জন্য নির্দেশ জারি করার নিশ্চয়তা দেয়।

১২. অভিযোগ/হয়রানির জন্য ভানুমতী নামে এক ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে, আইপিসি-র ধারা ২৯৪ (বি), ৩২৩,৩৪৪,৩৫৪-এ এবং ৫০৬ (১) এবং তামিলনাড়ু মহিলাদের হয়রানি নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০২-এর ধারা ৪-এর অধীনে অপরাধের মামলা দায়ের করা হয়েছে। আবেদনকারী নং ১ দিল্লি হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন নং ১৬২৭/২০১৬ দায়ের করেছেন। দিল্লি হাইকোর্ট ১১.০৮.২০১৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে আবেদনকারীদের অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা প্রদান করেছে এবং আবেদনকারীদের তামিলনাড়ু রাজ্য বা মাদ্রাজ হাইকোর্টের উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালতে প্রতিকার গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। দিল্লি হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে এফ আই আর নং, ৫/২০১৬-এ আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে কোনও জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না যতক্ষণ না ২২.০৮.২০১৬ তদন্ত আধিকারিকের নির্দেশ অনুযায়ী তদন্তে যোগ দেওয়া সাপেক্ষে।

১৩. দিল্লি হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে, আবেদনকারীরা মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চে ১৮.০৮.২০১৬-এ জামিনের আবেদনে আগাম জামিনের আবেদন দায়ের করেন। উক্ত আবেদনে, রাজ্য প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপন করে অভিযোগ করে যে, "আবেদনকারীরা আদালতে জালিয়াতি করেছেন, মাদুরাইয়ের এক আইনজীবীর দ্বারা প্রত্যয়িত একটি বকালতনামা দায়ের করেছেন, যেন আবেদনকারী নং ১ এবং ৩ মাদুরাইতে ১৭.০৮.২০১৬-এ উপস্থিত ছিলেন, যেখানে আবেদনকারী নং ১, ১৭.০৮.২০১৬-এ নয়াদিল্লি থেকে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন।" তৃতীয় আবেদনকারী বেঙ্গালুরু থেকে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। অভিযোগ করেন যে তাঁরা মিথ্যা বকালতনামা দায়ের করেছেন, উত্তরদাতা আপত্তি-রাষ্ট্রের পিটিশন বজায় রাখার জন্য আবেদন করেছিলেন। ইতিমধ্যে, ২২.০৮.২০১৬-এ তদন্তকারী আধিকারিক অপরাধ নং, ৫/২০১৬-এ যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন, ২০১২-এর ধারা ১৭-এর সঙ্গে ধারা ১০, ধারা ১৬-এর সঙ্গে ধারা ৯ (১) (এন)-কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

১৪. উচ্চ আদালত আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় এবং অপরাধের মামলায় আগাম জামিন দিতে অস্বীকার করে। উচ্চ আদালত বলে যে প্রথম আবেদনকারী কখনই উকিল বিজয়কুমারের উপস্থিতিতে বকালতনামে স্বাক্ষর করার জন্য মাদুরাইতে আসেননি এবং তাই, প্রাথমিকভাবে মনে হয় যে নথিটি জাল করা হয়েছে এবং মাদুরাইয়ের বাইরে স্বাক্ষর ও কার্যকর করা হয়েছে যেন এটি মাদুরাইতে স্বাক্ষরিত এবং কার্যকর করা হয়েছে এবং আদালতে আবেদনকারীরা এটি ব্যবহার করেছেন। শচীদা নন্দ সিং-এর উপর নির্ভর করে, হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে আবেদনকারীদের দ্বারা সংঘটিত কাজটি আদালতের সাথে প্রতারণার সমান এবং এইভাবে, রেজিস্ট্রারকে (জুডিশিয়াল) নির্দেশ দিয়েছে যে সমস্ত আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার জন্য যারা সি আর এল.ও.পো, (এমডি) নং. ১৫৩৭০/২০১৬ -এ বকালতনামে স্বাক্ষর করেছেন।

১৫. বর্তমান আপিলগুলিতে, আমরা মূলত উচ্চ আদালতের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে উদ্বিগ্ন যে সি আর এল.ও.পি.(এম ডি) নং ১৫৩৭০/২০১৬-তে ভকিলনামা দাখিল করে আপিলকারীরা আদালতের উপর প্রতারণা করেছেন এবং জালিয়াতির জন্য আপিলকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে রেজিস্ট্রার (বিচারিক) কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পূর্বে উল্লেখিত হিসাবে, আপিলকারীরা ১৮.০৮.২০১৬ তারিখে সি আর এল.ও.পি.(এম ডি) নং ১৫৩৭০/২০১৬ দাখিল করেছেন যেখানে তারা ভকিলনামা জমা দিয়েছেন, যাতে উল্লেখ করা হয়েছিল:

> "আমার সামনে কার্যকর হয়েছে এই ১৭ই আগস্ট, ২০১৬। আমার সামনে, এস. বিজয়কুমার, নং ৫১ ল' চেম্বারস, উচ্চ আদালত মাদুরাই।"

উপরোক্ত বিবরণ অনুযায়ী, ভকিলনামাটি দেখে মনে হয় যেন আপিলকারী নং ১ এবং ৩ মাদুরাইতে ১৭.০৮.২০১৬ তারিখে এটি স্বাক্ষর করেছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রথম আপিলকারী মাদুরাই যাননি এবং ১৭.০৮.২০১৬ তারিখে রাত ১১.১৫ টায় নয়াদিল্লি থেকে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। উল্লেখযোগ্য যে, ২৯.০৮.২০১৬ তারিখে উচ্চ আদালতে দাখিল করা হলফনামায় প্রথম আপিলকারী দাবি করেছেন যে এটি একটি ক্লারিকাল ভুল ছিল। প্রথম আপিলকারী উল্লেখ করেছেন যে ১৬.০৮.২০১৬ তারিখে তিনি এবং তার পুত্র-আপিলকারী নং ২ নয়াদিল্লিতে ভকিলনামায় স্বাক্ষর করেন এবং এটি আপিলকারী নং ৩-এর মাধ্যমে স্বাক্ষরিত হয়, যিনি তখন বেঙ্গালুরুতে ছিলেন। উল্লেখ করা হয়েছে যে ভকিলনামা পাওয়ার পরে, আপিলকারী নং ৩ সেদিন সন্ধ্যায় সড়কপথে মাদুরাই পৌঁছান এবং এটি আইনজীবীর কাছে হস্তান্তর করেন, এবং একই দিনে সড়কপথে বেঙ্গালুরুতে ফিরে যান। এরপর ১৮.০৮.২০১৬ তারিখে সকাল ৯.৩০ টায় আপিলকারী নং ৩ সিঙ্গাপুরে রওনা হন। আপিলকারীদের মতে, যখন মাদ্রাজ উচ্চ আদালতের মাদুরাই বেঞ্চে ভকিলনামাটি দাখিল করা হয়, তখন ভুলবশত উল্লেখ করা হয়েছিল যে এটি ১৮.০৮.২০১৬ তারিখে মাদুরাইতে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। আপিলকারীদের প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় এবং তাদের ২৯.০৮.২০১৬ তারিখের হলফনামাটি অবিশ্বাস করার কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

১৬. ভকিলনামা একটি নথি মাত্র, যা একজন আইনজীবীকে পক্ষের পক্ষে উপস্থিত থাকার অনুমোদন প্রদান করে এবং এটি সাধারণত মামলার গুণগত মানের উপর প্রভাব ফেলে না। আপিলকারীদের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবীর এই যুক্তিতে আমাদের সঙ্গতি রয়েছে যে ইচ্ছাকৃতভাবে ভকিলনামায় মিথ্যা তারিখ এবং স্থান উল্লেখ করার কোনও কারণ থাকতে পারে না। প্রথম আপিলকারী ১৭.০৮.২০১৬ তারিখে রাতের দিকে নয়াদিল্লি থেকে সিঙ্গাপুরে রওনা হন এবং তৃতীয় আপিলকারী ১৮.০৮.২০১৬ তারিখে সকাল ৯.৩০ টায় বেঙ্গালুরু থেকে সিঙ্গাপুরে রওনা হন, যা উভয় পক্ষই স্বীকার করেছে। উচ্চ আদালতে দাখিল করা হলফনামায় প্রথম আপিলকারী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে তিনি এবং তার পুত্র-আপিলকারী নং ২ ভকিলনামায় স্বাক্ষর করেছেন

১৬.০৮.২০১৬-এ এবং একই কথা তাঁর স্বামী-আবেদনকারী নং ৩-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল, যিনি বেঙ্গালুরুতে ছিলেন, যিনি মাদুরাইয়ের আইনজীবীর কাছে তা হস্তান্তর করেছিলেন। আবেদনকারীরা তাদের স্বাক্ষর বকালতনামে স্বীকার করেছেন। আবেদনকারীদের হলফনামায় বর্ণিত ঘটনাগুলির ক্রম, আমাদের দৃষ্টিতে, জালিয়াতির মামলা তৈরি করে না। উচ্চ আদালত হলফনামায় করা আবেদনকারীদের আবেদন কেন প্রত্যাখ্যান করেছে সে সম্পর্কে কোনও অনুসন্ধান নথিভুক্ত করেনি যা আদালতে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়ার সময় আদালতে তাদের ব্যাখ্যায় তাদের দ্বারা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

১৭. তামিলনাড়ু রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট কৌঁসুলি শ্রীযুক্ত যোগীশ কান্না শচীদা নন্দ সিং-এর উপর আস্থা রেখে বলেন যে, ৩ আদালতের সীমানার বাইরে এবং আদালতে উপস্থাপনের অনেক আগে নথি জালিয়াতির সাথে জড়িত কোনও অপরাধ সংঘটিত হলেও তা ন্যায়বিচারের প্রশাসনকে প্রভাবিত করে বলে বিবেচিত হবে। বিভিন্ন রায় উল্লেখ করার পরে, শচীদা নন্দ সিং-এর ক্ষেত্রে, এটি নিম্নরূপ ছিলঃ-

" ১১. কোডের ৩৪০ (১) ধারায় পরিকল্পিত প্রাথমিক তদন্তের পরিধি হল আদালতে উপস্থাপিত কোনও নথির ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের প্রশাসনকে প্রভাবিত করে এমন কোনও অপরাধ করা হয়েছে কিনা বা সেই আদালতে কোনও কার্যধারায় সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা। অন্য কথায়, অপরাধটি সেই সময়ে করা উচিত ছিল যখন নথিটি আইনের অধীনে ছিল।

১২. এটি একটি চাপের চিন্তাভাবনা হবে যে কোনও নথির জালিয়াতির সাথে জড়িত যে কোনও অপরাধ যদি আদালতের সীমানার বাইরে এবং আদালতে উপস্থাপনের অনেক আগে সংঘটিত হয়, তবে তা ন্যায়বিচারের প্রশাসনকে প্রভাবিত করে বলে বিবেচনা করা যেতে পারে কারণ সেই নথিটি পরে আদালতের রেকর্ডে পৌঁছেছিল।

১৮. এটি একটি সুস্পষ্ট বিষয় যে, এমনকি যদি আদালতের চত্বরের বাইরে এবং আদালতে পেশ করার অনেক আগে কোনো জালিয়াতি করা হয়, তবুও এটি ন্যায়বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে এমন বলে বিবেচিত হবে। তবে বর্তমান ক্ষেত্রে, আপিলকারীদের দ্বারা সি আর এল.ও.পি.(এম ডি) নং ১৫৩৭০/২০১৬-তে ক্রাইম নং ৫/২০১৬-এর জন্য আগাম জামিনের আবেদন করতে দাখিল করা ভকিলনামাটিকে জাল নথি বলা যাবে না। পূর্বে উল্লেখিত হিসাবে, আপিলকারীরা ভকিলনামায় তাদের স্বাক্ষর স্বীকার করেছেন। তারা কেবল দাবি করেছেন যে এটি ভুলবশত উল্লেখ করা হয়েছিল যে এটি ১৮.০৮.২০১৬ তারিখে মাদুরাইতে আইনজীবীর উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

ওকালতনামার সংস্করণটি একটি ভুল বিবৃতি। আমাদের মতে, হাইকোর্ট উক্ত ভুল বা ত্রুটিকে জালিয়াতি হিসাবে অভিহিত করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না। জালিয়াতি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতারণা বোঝায় যার লক্ষ্য বা কিছু ভুল লাভ অর্জন করা বা অন্যকে ভুল ক্ষতি বা আঘাত করা। আদালতে জালিয়াতি করা হয়েছে বলে ধরে রাখার জন্য মেনস রিয়া হওয়ার অভিপ্রায় অপরিহার্য উপাদান। রাষ্ট্রের পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি বলেন যে, বকালতনামে স্বাক্ষর পরীক্ষা করার পর, হাতের লেখা বিশেষজ্ঞ মতামত দিয়েছেন যে এটি আবেদনকারীদের স্বাক্ষর নয় এবং তাই, আবেদনকারীদের একটি জাল নথি তৈরি করার অভিপ্রায় স্পষ্টভাবে তৈরি করা হয়েছে। আমরা জমা দেওয়ার মধ্যে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না কারণ আবেদনকারীরা নিজেই বকালতনামে তাদের স্বাক্ষর স্বীকার করেছেন। আবেদনকারীদের বকালতনামে তাদের স্বাক্ষর স্বীকার করার বিবৃতির আলোকে, আমরা মনে করি না যে হাতের লেখা বিশেষজ্ঞের মতামত কোনও উচ্চতর ভিত্তিতে দাঁড়াবে। এমন কিছু নেই যা ইঙ্গিত করে যে আবেদনকারীরা জালিয়াতি বা প্রতারণা অনুশীলন করে কিছু অর্জন করেছেন। অভিযোগগুলি প্রমাণ করার জন্য কোনও উপাদানের অভাবে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, উচ্চ আদালত আবেদনকারীদের জালিয়াতির অভিযোগ এনে ন্যায়সঙ্গত ছিল না।

১৯. এমনকি বকালতনামার সংস্করণটি ভুল বলে ধরে নেওয়া হলেও, বকালতনামার নিছক ভুল বিবৃতি জাল নথি তৈরি করার সমতুল্য হবে না এবং এটি আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করার নির্দেশ জারি করার জন্য ধারা ৩৪০ ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগের কারণ হতে পারে না।

২০. **অমরসঙ্গি নাথজি বনাম হার্দিক হর্ষদভাই প্যাটেল (২০১৭) ১ এস সি সি ১১৭** মামলায়, এই আদালত রায় দিয়েছিল যে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৪০-এর অধীনে কার্যক্রম শুরু করার আগে, আদালতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বিবৃতির বিষয়ে সন্তুষ্ট হতে হবে এবং অভিযোগের জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি থাকতে হবে। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছিল যে বিবৃতিতে কিছু অসংগতি বা শুধুমাত্র মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া সর্বদা মামলা দায়েরের জন্য যথেষ্ট নয়। রায়ে বলা হয়েছিল:

"৬. কেবলমাত্র এই কারণে যে কোনো ব্যক্তি বিচারিক কার্যধারায় একটি বিরোধপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছেন, তা নিজেই সর্বদা ফৌজদারি দণ্ডবিধির (১৮৬০-এর ৪৫ নং) ধারা ১৯৯ এবং ২০০-এর অধীনে মামলা দায়ের করার জন্য যথেষ্ট নয়; তবে এটি দেখাতে হবে যে বিবাদী ইচ্ছাকৃতভাবে বিচারিক কার্যধারার যেকোনো পর্যায়ে মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন বা বিচারিক কার্যধারার যেকোনো পর্যায়ে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মিথ্যা প্রমাণ তৈরি করেছেন। যদি আগের অবস্থা ফিরে আসে,

এছাড়াও, আদালতকে একটি মতামত তৈরি করতে হবে যে জন ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রমাণ এবং অপরাধের অপরাধের তদন্ত শুরু করা ন্যায়বিচারের স্বার্থে সমীচীন এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে ৩৪০ (১) ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে উল্লিখিত, সামগ্রিক তথ্যগত ম্যাট্রিক্সের পাশাপাশি এই জাতীয় মামলার সম্ভাব্য পরিণতি বিবেচনা করে। (দেখুন K.৭.M.ধারা, মহম্মদ বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৯২) ৩ এসসিসি ১৭৮)। আদালতকে অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে যে ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং মামলার তথ্যে উপযুক্ত এই ধরনের তদন্ত প্রয়োজন।

একই দৃষ্টিভঙ্গি চিন্তামণি মালব্য বনাম এমপি হাইকোর্ট (২০১৮) ৬ এসসিসি ১৫-এ অনুমোদনের সাথে উদ্ধৃত করা হয়েছিল।

২১. উপরের সিদ্ধান্তগুলির অনুপাত প্রয়োগ করে, আমাদের দৃষ্টিতে, এমন কোনও প্রাথমিক প্রমাণ নেই যা দেখায় যে আবেদনকারীরা ক্ষতি বা আঘাত বা অন্য কোনও কাজ করতে চেয়েছিলেন। যেহেতু বকালতনামার বিতর্কিত সংস্করণটি ভুল উপস্থাপনা করার কোনও অভিপ্রায় ছাড়াই একটি অসাবধানতাবশত ভুল বলে মনে হয়, তাই আমাদের দৃষ্টিতে, আপিলকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশকে সমর্থন করা যায় না এবং এটি বাতিল করা যেতে পারে।

২২. রাজ্যের পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি বলেন যে, হাইকোর্টের নির্দেশের ভিত্তিতে অপরাধ নং. ১৩৩১/২০১৬-এ ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং তদন্ত শেষ হওয়ার পরে চার্জশিটও দাখিল করা হয়েছে। পেপসি ফুডস লিমিটেড এবং অন্য বনাম স্পেশাল জজ ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য (১৯৯৮) ৫ এসসিসি ৭৪৯-এ যেমন বলা হয়েছে, ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তকে তলব করা একটি গুরুতর বিষয়; বিশেষ করে হাইকোর্টের নির্দেশে নিবন্ধিত ফৌজদারি মামলায় বিচারের মুখোমুখি হওয়া। যেহেতু আপিলকারীরা বকালতনামা এবং বকালতনামার সংস্করণে নিজেদের স্বাক্ষর স্বীকার করেছেন যে তারা মাদুরাইতে ১৮.০৮.২০১৬ -এ একটি বিজ্ঞাপনী ভুল স্বাক্ষর করেছেন, আমাদের মতে, বিচার এগিয়ে গেলেও, জালিয়াতির অভিযোগে এবং জাল নথি তৈরির জন্য আপিলকারীদের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকতে পারে না।

২৩. সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বনাম রবিশঙ্কর শ্রীবাস্তব, আই. এ. এস এবং অন্য (২০০৬) ৭ এস. সি. সি ১৮৮-তে, এটি নিম্নরূপ ছিলঃ-

" ৭. এই প্রকৃতির ক্ষেত্রে কোডের ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতার প্রয়োগ ব্যতিক্রম এবং নিয়ম নয়। এই ধারাটি হাইকোর্টকে কোনও নতুন ক্ষমতা প্রদান করে না। এটি কেবল অন্তর্নিহিত সংরক্ষণ করে

কোডটি কার্যকর করার আগে আদালতের যে ক্ষমতা ছিল। এতে তিনটি পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে যার অধীনে অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ করা যেতে পারে, যথাঃ (i) কোডের অধীনে একটি আদেশ কার্যকর করা, (ii) আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করা, এবং (iii) অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যগুলি সুরক্ষিত করা। অন্তর্নিহিত এখতিয়ারের প্রয়োগ পরিচালনা করবে এমন কোনও নমনীয় নিয়ম স্থাপন করা সম্ভব বা কাম্য নয়। ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালত যে কোনও কার্যধারা বাতিল করার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হবে যদি এটি খুঁজে পায় যে এটির সূচনা/অব্যাহত থাকা আদালতের প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার বা এই কার্যধারা বাতিল করার সমতুল্য অন্যথায় ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে কাজ করবে। যখন অভিযোগের মাধ্যমে কোনও অপরাধ প্রকাশ করা হয় না, তখন আদালত সত্যের প্রশ্নটি পরীক্ষা করতে পারে। যখন কোনও অভিযোগ বাতিল করার চেষ্টা করা হয়, তখন অভিযোগকারী কী অভিযোগ করেছেন এবং অভিযোগগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও কোনও অপরাধ করা হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য উপকরণগুলি খতিয়ে দেখার অনুমতি দেওয়া হয়।

২৪. বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, আমাদের দৃষ্টিতে, আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা চালানোর কোনও কার্যকর উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। মামলার যোগ্যতার দিকে আর না গিয়ে, আমরা অপরাধের এফআইআর বাতিল করি এবং সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন চার্জশিটও বাতিল করি। এফআইআর এবং চার্জশিট কেবল বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে এবং ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে বাতিল করা হয়। এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে মামলা বাতিল করার সুযোগ নিয়ে আপিলকারীরা আর কোনও ফলস্বরূপ কার্যধারা অবলম্বন করবে না।

২৫. অপরাধ নং, ৫/২০১৬:-বিতর্কিত আদেশে, হাইকোর্ট আবেদনকারীদের আগাম জামিন দিতে অস্বীকার করেছে। সুপ্রিম কোর্ট ২৬.০৯.২০১৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে সমস্ত মহিলা পুলিশ স্টেশন, পুদুক্কোট্টাই, তুতিকোরিন জেলায় নিবন্ধিত অপরাধ নং, ৫/২০১৬-এ আবেদনকারীদের অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা প্রদান করেছে। আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ কৌঁসুলি জমা দিয়েছিলেন যে আবেদনকারীরা ভুক্তভোগী ভানুমাতির সাথে বিষয়টি নিয়ে আপস করেছেন এবং আপোষের ভিত্তিতে তারা ইতিমধ্যে মাদ্রাজ হাইকোর্টে বাতিল আবেদন দায়ের করেছেন যেখানে হাইকোর্ট পক্ষগুলিকে সংশ্লিষ্ট থানায় যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। অপরাধ নং, ৫/২০১৬-এ আপিলকারীদের প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষার মেয়াদ উক্ত মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাড়ানো ছাড়া আমরা উক্ত বিষয়টির গুণাগুণের দিকে যেতে আগ্রহী নই।

২৬. **অপরাধ নং, ২৭৬/২০১৬:-** ১১.১০.২০১৬-এ, অন্যান্য অভিযুক্তদের সাথে আপিলকারীরা পরিবারের জিনিসপত্র এবং গাড়ির ক্ষতি করেছে বলে জানা গেছে, যিনি অপরাধের শিকার বনুমতির আইনজীবী ছিলেন। নং, ৫/২০১৬ উক্ত সুগন্থির এক আত্মীয় মুথু দ্বারা দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে, আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসি ১৪৭,১৪৮,৪৪৮,৫০৬ (১১) এবং তামিলনাড়ু পাবলিক প্রপার্টি (ক্ষতি ও ক্ষতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৯২)-এর ৩ ধারার অধীনে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। আবেদনকারীরা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছেন এবং ১৮.১১.২০১৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে হাইকোর্ট ২ ও ৩ নং আপিলকারীকে আগাম জামিন মঞ্জুর করেছেন এবং বিদ্বান একক বিচারক এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন যে ১ নং আপিলকারীকে হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন এবং ১ নং আপিলকারীকে আগাম জামিন দিতে অস্বীকার করেছেন। ১৮.১১.২০১৬ তারিখের আদেশটি এসএলপি (সিআরএল) নং, ,৯০৬৪/২০১৬ এবং ৯০৬৫/২০১৬-এ চ্যালেঞ্জের বিষয়। যখন বিষয়টি এই আদালতে ভর্তির জন্য আসে, ২২.১১.২০১৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে, এই আদালত ১ নং আপিলকারীকে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা প্রদান করেছে। অতএব, আপিলকারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের ১৪৭,১৪৮,৪৪৮,৫০৬ (১১) আইপিসি ধারা এবং তামিলনাড়ু পাবলিক প্রপার্টি (ক্ষতি ও ক্ষতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৯২) এর ৩ ধারার অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। হাইকোর্ট প্রথম আপিলকারীকে আগাম জামিন প্রত্যাখ্যান করে বলে যে তার হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজনীয় যেখানে আপিলকারী নং ২ এবং ৩ আগাম জামিনের ত্রুটি ছিল।

২৭. ফলস্বরূপ, সমস্ত আপিল নিম্নরূপ নিষ্পত্তি করা হয়ঃ-এসএলপি (সিআরএল) নং, ৭২৫২/২০১৬:-আপিলকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করার নির্দেশ জারি করে হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশ ১ গুলি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং আপিল অনুমোদিত হয়। মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে, অপরাধ নং ১৩৩১/২০১৬ (কে. পুদুর থানা)-এর এফআইআর এবং তার উপর দায়ের করা চার্জশিট বাতিল করা হয় এবং সেই অনুযায়ী আপিল অনুমোদিত হয়। অনুচ্ছেদ নং (২৩)-এ উল্লিখিত হিসাবে, ২০১৬-এর অপরাধ নং, ১৩৩১-এর এফআইআর বাতিল করার সুযোগ নিয়ে, আপিলকারীরা আর কোনও পরবর্তী বা ফলস্বরূপ কার্যধারা অবলম্বন করবেন না।

২৮. এসএলপি (সিআরএল.) Noধারা,৭২৮৭/২০১৬ এবং ৮২০৬/২০১৬:- অপরাধ নং, ৫/২০১৬ (এডব্লিউপিএস, পুদুক্কোট্টাই, তুতিকোরিন জেলা)-এ আবেদনকারীদের দেওয়া অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা অপরাধ নং, ৫/২০১৬ থেকে উদ্ভূত ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

২৯. এসএলপি (সিআরএলআই.) ধারা, ৯০৬৪/২০১৬ এবং ৯০৬৫/২০১৬:- অপরাধ নং, ২৭৬ ২০১৬ (থিসায়ানভিলাই থানা, তিরুনেলভেলি)-এ ২২.১১.২০১৬ তারিখের আদেশ দ্বারা আবেদনকারীদের প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা অপরাধ নং, ২৭৬ ২০১৬ থেকে উদ্ভূত ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। আবেদনকারীদের অপরাধ নং, ২৭৬ ২০১৬-তে আগাম জামিন দেওয়া হয়েছে যা ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ভাল থাকবে। অপরাধ নং, ২৭৬ ২০১৬-এ ফৌজদারি মামলা বাতিল করার ক্ষেত্রে, আবেদনকারীরা উচ্চ আদালতে যাওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে এবং হাইকোর্ট তার যোগ্যতার ভিত্তিতে এটি বিবেচনা করবে।

দেবিকা গুজরালের *আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।*

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাত্ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu